১৫=

স্থাপিত-২০০২

মিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
মিরপুর, কুষ্টিয়া

নাম : আমেনা শোভা
শ্রেণি : নবম
রোল : ০৩
মোবাইল নম্বর : 01720660700

১৫

# ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব ____

▣ **ভূমিকা** : মানব সৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টি'ই হলো সংস্কৃতি ।
সংস্কৃতি মানুষ ও জাতির পরিচয় বহন করে । সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনায় সংস্কৃতি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।
মানব জীবনেও সংস্কৃতির প্রভাব অনেক বেশি । স্থান, কাল, পাত্রভেদে সংস্কৃতির রূপ ভিন্নরকম হয়ে থাকে ।
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা জাতির প্রাণ শক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও পরিপুষ্ট করে তোলে ।
নানা রঙ-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ । অজস্র গ্রাম-গঞ্জে গাঁথা আমাদের এই প্রিয় দেশ ।

P.T.O

সহজ-সরল গ্রাম্য মানুষের আচার, আচরণ, অভ্যাস, স্মৃতি, সংস্কার, কু-সংস্কারবিদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্যের রূপকথা দ্বারা নির্মিত আমাদের মাতৃভূমির প্রকৃত পরিচয়। আর মানুষ-জন জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে যে কর্ম গ্রহণ করে তাকে আমরা ক্যারিয়ার বা জীবনোপায় বলে থাকি।

সে হিসেবে আমরা যদি একটু আমাদের চারপাশে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাবো, এমন অনেক মানুষ আছেন যারা সংস্কৃতির সু-ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করছেন। তাই নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে, ক্যারিয়ার সুদৃঢ় করতে এই অকৃত্রিম ইতিহাসের মা; আবহমান বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও চর্চা করা প্রয়োজন।

P.T.O

⧉ **সংস্কৃতি** : সংস্কৃতি হলো আয়নার মতো। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই তেমনি সংস্কৃতির মাধ্যমে পুরো জাতির প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।

সংজ্ঞায়ন সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত নানা আচরণ, যোগ্যতা এবং জ্ঞানকে, নানা ধরনের বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি; আদর্শ - আইন প্রথা ইত্যাদির যৌগিক সমন্বয় হলো সংস্কৃতি।

P.T.O

## ☐ শাব্দিক অর্থে সংস্কৃতি :

সংস্কৃতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture'। যার অর্থ কৃষ্টি। এই শব্দটা ল্যাটিন শব্দ। অনেকক্ষেত্রে 'কৃষ্টি' শব্দটাকে 'চর্চা' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এই Culture শব্দটি ষোলো শতকে ফ্রান্সিস বেকন প্রথম ব্যবহার করেন।

## ☐ সংস্কৃতির সংজ্ঞা :

সংস্কৃতি বলতে সাধারণ মানুষের জীবনাচরণকে বোঝায়।

আবার সমাজে আকাঙ্ক্ষিত ধারা জীবনযাপন করতে গিয়ে মানুষ যা সৃষ্টি করে সেসবের সামাজিকতাকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা সমাজবিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানীগণ

P.T.O

বিভিন্নভাবে দিয়েছেন ।
নিম্নে তার অসামান্য কিছু তুলে ধরা হলো :——

- ম্যাকাইভারের মতে, "আমরা মানুষ হিসেবে কি, সে হলো আমাদের সংস্কৃতি।"

- ম্যালিনোস্কির মতে, "সংস্কৃতি মানুষের'ই সৃষ্টি, যার মাধ্যমে সে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে।"

- নৃ-বিজ্ঞানী ই. বি. টেইলর-এর মতে, "সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি যৌগিক সামাজিক সত্তা, যার ~~মাধ্যমে~~ মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতিবোধ, আইন, প্রথা এবং সামাজিক মানুষের যাবতীয় কর্মদক্ষতা ও অন্য অভ্যাস।"

## সুস্থ সংস্কৃতি : সুস্থ সংস্কৃতি

চর্চার মাধ্যমেই আলোকিত মানুষ গড়া সম্ভব। সকল প্রকার অপশক্তিকে প্রতিহত করার অন্যতম উপায় হলো সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা। আমাদের দেশটাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, বোঝতে হলে তার গ্রামীণ মানুষ, তার লোক সাহিত্য, লৌকিক শিল্প, প্রভৃতি, তার গ্রামীণ সমাজ কে অবশ্যই বাস্তব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে হবে।

বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অংশ হিসেবে খাবারে মাছ-ভাত, পোশাকে শাড়ি আর পাঞ্জাবী, বারো মাসে তেরো পার্বন, পহেলা বৈশাখ, চৈত্রসংক্রান্তি, বর্ষবরণ, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত; ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি আরও কত কি!

P.T.O

তবে সভ্য জাতির জন্যে সংস্কৃতির সংজ্ঞা আরেকটু গভীর আরেকটু কঠিন হওয়া উচিৎ।
সংস্কৃতি শুধু খাদ্য-পোশাকে, খাবার কিংবা উৎসবে'ই নয় আসল সংস্কৃতি তো আমাদের মূল্যবোধে। আমাদের চেতনায়। আমাদের আত্মসম্মানে।
বর্তমানে কি আছে এমন সংস্কৃতি!? নাকি আমরা সংস্কৃতিকে আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাঝে অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রেখেছি !?

### ☐ অপসংস্কৃতি ও তার প্রতিকার :

সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরি

বলেছেন, "সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।" অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য মানুষের নৈমিত্তিক প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি। আর অপসংস্কৃতি হলো এর বিপরীত। আত্মার মৃত্যু ঘটিয়ে, অসুন্দরের উপাসনা করে, অকল্যাণের হাত ধরে বেঁচে থাকাই মূলত অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি মানুষকে ~~কম~~ কলুষিত করে এবং জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়ে শ্রীহীনতার দিকে ঠেলে দেয়।

এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের কঠিন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য সমাজের আলোকিত মানুষদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে কবি-সাহিত্যিকদের। কারণ একটি

P.T.O

দেশের প্রাণ শক্তি হলো কবি-সাহিত্যিকেরা ।
সমাজ হতে অপসংস্কৃতি দূরীকরণে তরুণরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । সর্বোপরি সমাজের ~~সমাজের~~ সকলকে সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির পার্থক্য বুঝতে হবে । সকলকেই সচেতন হতে হবে ।

■ **ক্যারিয়ার** : কোন ব্যক্তির ভালো কাজ পাওয়া এবং বেশি অর্থ আয় অব্যাহত থাকলে ; সেই ব্যক্তির কর্মজীবনে কাজ বা কাজের ধারাবাহিকভাবে বোঝায় ।
আরেকটি প্রাচীন ডিকশনারি "মেরিয়াম ওয়েবস্টার এর মতে— "ক্যারিয়ার হলো 'স্থায়ীভাবে পরিচালিত এবং প্রশিক্ষিত একটি পেশা ।"

P.T.O

## শাব্দিক অর্থে ক্যারিয়ার :

ক্যারিয়ার [Career] শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জীবন পথে অগ্রগতি, জীবনধারা ; জীবনায়ন, বিকাশক্রম বা জীবিকা অর্জনের উপায় বা বৃত্তি । ক্যারিয়ার মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা । যদি সফল হওয়া যায় তবে জীবন সুন্দর, আর তা না হলে চিরদুঃখী । সে সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের সময়কে কাজে লাগানো উচিত । একইভাবে শিল্প ও সংস্কৃতিকে নিজের মাঝে ধারণ করে জীবনপথে অগ্রগতি নেওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত ।

P.T.O

## সংস্কৃতিকে নিজের মাঝে ধারণ করে যেভাবে ক্যারিয়ারে সফল হতে পারি ঃ

বর্তমানে অপসংস্কৃতি যেমন বেড়েছে তেমনই কিছু সচেতন মানুষের জন্যে সুস্থ সংস্কৃতির ব্যবহারও সমকপ্রদভাবে বেড়েছে।

সমাজের কিছু মুক্তমনা ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃতিকে সঙ্গী করে নিজের ক্যারিয়ার'কে করেছেন জ্বলজ্বলে।

বর্তমানের কারিগরি শিক্ষাও সংস্কৃতির সু-ব্যবহার বিকাশে অদ্ভুত সুন্দরভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমাজের অভ্যন্তরে খেয়াল করলে দেখতে পাবো, এমন অনেকেই আছেন যারা সংস্কৃতি অর্থাৎ নৃত্য, সংগীত

আবৃত্তিশিল্পে , ~~চিত্রা~~ চিত্রাঙ্কন ;
সাহিত্যচর্চা সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন
অংশে নিজেদের সু-নিপুণ হস্ত দুইয়ে
সমৃদ্ধ করছেন দেশীয় সংস্কৃতিকে
এবং দেশজুড়ে অর্জন করছেন
অসংখ্য প্রশংসা-ভালোবাসা । আয়ও
করছেন বেশ ভালো ।
ক্যারিয়ার বলতে যেহেতু 'জীবিকা
অর্জন' কেই বোঝায় না তাই
তারা সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে
এক অন্যরকম তৃপ্তি অর্জন করছেন ।
অন্যরকম পরিচিতি পাচ্ছেন ।
এইসকল আত্মিক পাওয়াও অন্যরকম
সফলতা । [আত্মিক পরিতৃপ্তির ব্যাপারে
সচেতন হওয়া জরুরি] ।

তাই আমরা যদি সংস্কৃতির
যেকোনো একটি শাখা-প্রশাখা
আঁকড়ে রাখতে পারি ; একটা

P.T.O

অংশেই গভীরভাবে মননিবেশ করতে পারি তবে সফলতা ধরা দিতে বাধ্য ।

কারণ এ আমাদের অজানা নয়, কোনো বিষয়ে নিজের সবটুকু প্রচেষ্টা, সবটুকু চাওয়া পাওয়া উৎসর্গ করলে সেখান থেকে সফলতা কখনো দূরে থাকতে পারে না । কোনো না কোনো সময় সেই কাঙ্খিত সফলতা নিশ্চিত ধরা দেবে ।

তাই আমরা চাইলেই সংস্কৃতির সু-ব্যবহার করে ক্যারিয়ার কে মজবুত ও সফল করতে পারি ।

## উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়,

মানুষের জীবন প্রথা উন্নত করতে, জাতি হিসেবে মেরুদণ্ড উঁচু করে চলতে, ক্যারিয়ারে সফল হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সুস্থ-সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো জাতির জন্য দর্পণ স্বরূপ। যার মাধ্যমে পুরো জাতির প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা সম্ভব। আর ক্যারিয়ারে সফল হতে সুস্থ-সংস্কৃতি যে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোধহয় এতক্ষণে বোঝা গিয়েছে। সংস্কৃতি মূলত বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এই সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে।

সর্বোপরি মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য যা কিছু করে তাই সংস্কৃতি। ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।